



উড়ালগদ্য- ১১

কাজী জহিরুল ইসলাম

এইতো সেই স্বপ্নের দেশ

ছোটবেলা শুনতাম পৃথিবীতে এমনও দেশ আছে যে দেশে কোন চোর-ডাকাত নেই। দোকানে কোন দোকানদার নেই। জিনিসপত্র সব থরে থরে সাজানো। সবাই যার যার পছন্দের জিনিসটি তুলে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পয়সা রেখে চলে যায়। ভাবতাম, কোথায় সেই স্বর্গরাজ্য? ইস্ যদি যেতে পারতাম।

২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দু'জন হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়লাম। বরফের লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে কসোভো। এ ঘুম ভাঙায় এমন সাধ্য কারো নেই। ঠান্ডায় জমে আছে সবকিছু। তৃণগুলো মরে পচে শেষ আরো অনেক আগেই, বড় বড় গাছগুলো যেন এক একটা স্যান্টার্নস। মাথায় তুষারের ঝাকড়া ঝাকড়া শুভ্র চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ বছর ইউরোপে রেকর্ড পরিমাণ বরফ পড়েছে। গত ২৫ বছরে এতো বরফ আর পরে নি কখনো। সকলের মুখে একটাই কথা, চলো চলো দক্ষিণে চলো। আমরাও দক্ষিণে যাওয়ার সব প্রস্তুতি শেষ করে মেরিসডেনিয়ার রাজধানী স্কোপিয়ের সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্রেন ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য গ্রীসের কোন একটি আইল্যান্ডে গিয়ে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে আসা। ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছি। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম পা নাড়তে পারছি না। রক্ত জমাট বেঁধে গেল না-তো? হিটার আছে ঠিকই কিন্তু স্টেশনের দরোজা যেহেতু খোলা, মানুষ আসা-যাওয়া করছে, হু হু করে হিমশীতল ঠান্ডা বাতাস ঢুকে পড়ছে স্টেশনের ভেতরে। পুরো শহরটাই যেন একটা ডিপ ফ্রিজ। ডিপ ফ্রিজের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে না নিউমুনিয়া হয়ে যায় সেই ভয়ে আছি।

পরদিন সকালে এসে ট্রেন থামলো গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে। এর আগেও আমরা এথেন্সে এসেছি। তবে এতো লম্বা সময় নিয়ে বেড়াতে আসার সুযোগ এর আগে আর হয় নি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেলাম জাহাজ ঘাটে। জাহাজ ছাড়বে রাত আটটায়, গ্রীসের সবচেয়ে বিখ্যাত দ্বীপ, দেবতাদের রাজা জিউসের জন্মস্থান বলে খ্যাত ক্রিট দ্বীপে গিয়ে জাহাজ পৌঁছাবে ভোর ছয়টায়। তখনো আমরা জানি না আগুদিস লাইনের যে জাহাজটিতে চড়ে আমরা ক্রিটে যাচ্ছি এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটি যাত্রীবাহি জাহাজের একটি। এগারোতলা জাহাজের ছাদের ওপর একটি চমৎকার ওভাল শেইপ সুইমিংপুল। চতুর্থ এবং পঞ্চম তলায় রয়েছে দুটি বিশাল রেস্টুরেন্ট। একটি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জন্য, আর একটি মধ্যবিত্তের জন্য। এছাড়া আছে ক্যাসিনো, উপাসনালয়, স্বয়ংক্রিয় ছবি তোলার মেশিন আরো কতো কি। অড্রিয়াটিক পাড়ি দিয়ে ভোর ছয়টায় পৌঁছে গেলাম স্বপ্নের দ্বীপ ক্রিটের রাজধানী হানিয়ায়। কসোভো থেকে ক্রিট, মাত্র হাজার বারো'শ কিলোমিটার পথ। এখানে এখন ভরা বসন্ত। চিন্তাই করা যায় না ঠান্ডার কি তাড়ব চলছে মাত্র হাজার খানেক কিলোমিটার উত্তরে।

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। আমরা জাহাজ থেকে নামবো কি নামবো না এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে দুলতে এক সময় নেমেই পড়লাম। অন্ধকারে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে হানিয়া জাহাজঘাট। অচেনা জায়গা, জনমানবশূন্য নির্জন অন্ধকার। চোর-ডাকাতে ধরবে না-তো? সঙ্গে বেশ কিছু ডলার আছে, ১৫ দিনের থাকা খাওয়ার টাকা। নিয়ে গেলেতো মহাবিপদে পড়ে যাবো। সাহস করে নেমেতো পড়লাম, এখন যাবো কোথায়? ভেবেছিলাম হাতের তালুর মতো এক চিলতে দ্বীপ, যে কোন এক জায়গায় দাঁড়ালেই পুরো দ্বীপটা দেখা যাবে। কিন্তু এখন দেখছি, শত শত মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছলাম অড্রিয়াটিকের ওপর ভেসে থাকা এক বিশাল ভূ-খণ্ডে। এতো দেখি সাগরের বুকে জেগে ওঠা আস্ত একটা দেশ। একটা লাল রঙের বাস এসে ফুশ করে থামলো। কোনো কিছু না বুঝেই তাতে উঠে পড়লাম। কন্ডাক্টর টাকা চাইতে এলে বেশ কিছু গ্রীক ড্রাকমা ওর হাতে তুলে দিলাম। ও আমার হাতে চেপ্ত তুলে দিয়ে গ্রীক ভাষা, এলেনিকায়

কি সব বললো। অনুমান করছি, ও জানতে চাইছে আমরা কোথায় যাবো। আমি ইংরেজীতে বললাম, আমরা টুরিস্ট, একটা হোটেল থেকে চাই। ও বুঝলো আমার কথা। যেখানে আমাদের বাস থেকে নামিয়ে দিলো সেটা ক্রিটের একটি গুরুত্বপূর্ণ টুরিস্ট স্পট, ভেনেশিয়ান হারবার এলাকা। এখানেই অবস্থিত চার'শ বছরের প্রাচীন লাইট হাউস। একটা অর্ধচন্দ্রের মতো বাঁক নিয়ে সমুদ্রটা এখানে শহরের ভেতরে ঢুকে গেছে। অর্ধচন্দ্রটির এক মাথায় ৪০০ বছরের পুরোনো তুর্কি লাইট হাউস। অন্য মাথায় সারি সারি রেস্টুরেন্ট আর বার। এই এলাকাটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এ কারণে যে, এটা ই ক্রিটের প্রাচীন শহর। চার'শ থেকে পাঁচ'শ বছরের পুরোনো সব বাড়ির অবিকল সেইরকমই রয়েছে, তবে ভেতরের অংশটি মেরামত করা হয় প্রতি বছরই। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ইট-বালু খসে পড়া একটি ধ্বংস্তুপ দাঁড়িয়ে আছে সাগরের পাড়ে। হেরিটেজ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এই শহরের কেউ তাদের এইসব পুরোনো বাড়িগুলো সরকারের অনুমতি ছাড়া ডিমোলিশ করতে পারে না এবং নতুন কোনো দালানও তুলতে পারে না। বছরের পর বছর ধরে এই বাড়িগুলো এভাবেই সংরক্ষণ করে আসছে ক্রিটবাসী। দেখে মনে হয় এই ছোট্ট এক চিলতে শহরটা যেন পুরোটা ই একটি মিউজিয়াম। এ শহরের অধিকাংশ বাড়িই দৈনিক কিংবা মাসিক ভিত্তিতে টুরিস্টদের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়।

চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে। দু'চোখে বিস্ময় আর ক্লান্তির একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমরা আমাদের টুলি ব্যাগগুলো টানতে টানতে পুরো ওল্ড টাউনটিকে একবার প্রদক্ষিণ করে এলাম। সবগুলো বাড়ির দরোজায়ই ইংরেজী এবং এলেনিক ভাষাতে লেখা আছে যে এগুলো টুরিস্টদের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোনো বাড়িতেই কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। অনেকগুলো বাড়ির কলিং বেল টিপলাম, কাউকে বেরিয়ে আসতে না দেখে বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলাম লাইটহাউসের পায়ের কাছে, যেখানে একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। ভাবছি, এতো সকাল, তাই হয়ত কেউ ঘুম থেকে উঠছে না। কিন্তু নাস্তা-টাস্তা খেয়ে আবার যখন ন'টা-সড়ে ন'টায় এসেও দেখি সেই একই অবস্থা তখন বিষয়টা আমাদের কাছে খুবই রহস্যময় লাগছে। বেশ কিছু বাড়ির সিঁড়ির কাছে একটা ছোট্ট রিসেপশনও দেখতে পেলাম। ওখানে একটা টেবিল আছে, চেয়ার আছে। ছোট ছোট দুটি কিংবা একটি সোফাও আছে। টেবিলের ওপর কলম আছে, খাতা আছে, টেলিফোন আছে কিন্তু কোনো মানুষ নেই।

হাঁটতে হাঁটতে যখন পা ব্যাথা হয়ে গেল তখন বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললাম, চলো অন্য কোথাও যাই। এই শহরের সবাই বোধ হয় ছুটিতে গেছে। এই ভূতুড়ে শহরে কোনো বাড়ি খুঁজে পাবো না। ও বললো, এবারই শেষ ট্রাই। এরপর আবার ঘুরতে ঘুরতে সেই পুরোনো রাস্তায় ফিরে এলাম। সেই একই গলি, একই বাড়ি-ঘর এবং একই দৃশ্য। কোনো জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রিসেপশনগুলো ছোট-খাট একটা অফিসের মতো। কিন্তু সেই অফিসে কোন মানুষ নেই। যে অফিসে মানুষ নেই সেই অফিসে ঢুকতে খুব সঙ্কোচ লাগে। অবশেষে সঙ্কোচের মাথা খেয়ে একটা অফিসে ঢুকেই পড়লাম। দেখি টেলিফোন সেটটির ওপরে রঙিন কালিতে কি যেন লেখা, বেশ কাঁচা হাতের লেখা। বুক পড়ে পড়তে লাগলাম। শুধু লেখা আছে, 'কল মি'। তারপর একটা ফোন নম্বর। পরের টেলিফোন, না বলে ব্যবহার করা কি ঠিক হবে? সাহস করে নম্বরগুলো টিপে দিলাম। সুললিত নারীকণ্ঠ ভেসে এলো। চমৎকার ইংরেজী উচ্চারণ। 'হ্যালো, মে আই হেল্প ইউ?' আমি বললাম, একটা ডাবল রুম চাই। মেয়েটি বললো, তোমার ডানদিকে মাথার ওপরে কি হোল্ডারে চাবি আছে। ১৪ নম্বর রুমের চাবি নিয়ে দোতলায় চলে যাও। রুম পছন্দ হলে আমাদের আবার ফোন করো। কি তামশা, এ-তো দেখি ম্যাজিক। এতক্ষণ খামাখা চরকির মতো চক্রর খেলাম কেনো? রুম আমাদের খুবই পছন্দ হলো। রুমের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক চুলা আর সামান্য কিছু হাঁড়ি-পাতিল দেখে আরো বেশী পছন্দ হলো। নিচে নেমে এসে ওকে ফোনে জানালাম, আমাদের রুম পছন্দ হয়েছে। তিন মিনিটের মধ্যে মেয়েটি কোথেকে ভেক্সিবাজির মতো এসে আমাদের সব বুঝিয়ে দিলো।

১৪ দিন এই বাড়িটিতে থাকলাম। আর কোনদিন মেয়েটিকে দেখি নি। কে যে কোন ফাঁকে এসে বিছানা-পত্র গুছিয়ে ধোয়া তোয়ালে, চাদর আর সাবান, শ্যাম্পু দিয়ে যায় আমরা কিছুই টের পাই না। ফেরার দিন আবার ফোন করলাম। মনে মনে ভাবছি আজ হয়ত আবার ওর দেখা পাবো। এতো চমৎকার ব্যবস্থার জন্য ওকে সামনা-সামনি একটা ধন্যবাদ দেওয়া খুবই জরুরী। মেয়েটি হিশেব-নিকেশ করে বললো, তোমাদের বিল হয়েছে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার ড্রাকমা। টাকাটা টেবিলের ওপর আর চাবিটা কি-হোল্ডারে রেখে চলে যাও। আশা করি ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে।

হানিয়া লাইটহাউসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, এইতো সেই স্বপ্নের দেশ, যে দেশের কথা শুনে দূর শৈশবে কৌতুহলে আমার চোখ বড় বড় হয়ে উঠতো।

আবিদজান

১৫/০৩/০৬

